☼অথেশ্বরস্তুতিপ্রার্থনোপাসনা মন্ত্রাঃ☼

ওওম্ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। য়দ্ভদ্রংতন্ন আ সুব ॥ ১ (যজু: ৩০/৩)
অনুবাদ:- হে সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা! সমগ্র ঐশ্বর্যযুক্ত শুদ্ধস্বরূপ সর্বসুখদাতা পরমেশ্বর! আপনি কৃপা করে আমাদের সম্পূর্ণ দুর্গুণ ও দুঃখ দূর করে দিন। যা কল্যাণকর গুণ, কর্ম, স্বভাব ও পদার্থ সেই সব আমাদেরকে প্রদান করুন।

ওওম্ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকঽআসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২ (যজু: ১৩/৪)
অনুবাদ: যিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ ও যিনি প্রকাশময় সূর্যচন্দ্রাদি পদার্থ উৎপন্ন করে ধারণ করে আছেন, যিনি সম্পূর্ণ সৃষ্টি জগতের প্রসিদ্ধ স্বামী একই চৈতন্যস্বরূপ ছিলেন, যিনি সমগ্র জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, তিনি এই ভূমি ও সূর্যাদি ধারণ করে আছেন। আমরা সেই সুখস্বরূপ শুদ্ধ পরমাত্মার জন্য করণীয় যোগ্যাভ্যাস ও গভীর প্রেমের সাথে বিশেষভাবে ভক্তি করতে থাকব।

ওওম্ য় আত্মদা বলদা য়স্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং য়স্য দেবাঃ। য়স্য ছায়াঽমৃতং য়স্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (যজু: ২৫/১৩)
অনুবাদ: যিনি আত্মজ্ঞানের দাতা ও শরীর, আত্মা ও সমাজের বলদাতা, যাঁকে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তিরা উপাসনা করেন এবং যাঁর আশ্রয়ই মোক্ষ সুখদায়ক, যাঁর অমান্য করা অর্থাৎ ভক্তি না করাই মৃত্যু সহ দুঃখের কারণ, আমরা সেই সুখস্বরূপ সর্বজ্ঞানদাতা পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য আত্মা ও অন্তঃকরণ দ্বারা ভক্তি করতে থাকব।

ওওম্ য়ঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। য়ঽঈশেঽঅস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ (যজু: ২৩/৩)
অনুবাদ: যিনি প্রাণী ও অপ্রাণীরূপ জগতের অনন্ত মহিমা বলে একই রাজারূপে বিরাজমান আছেন, যিনি এই মনুষ্যাদি ও গবাদি প্রাণীদের শরীর রচনা করেছেন, আমরা সেই সুখস্বরূপ সর্বৈশ্বর্যদাতা পরমাত্মার উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি করি।

ওওম্ য়েন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া য়েন স্বঃ স্তভিতং য়েন নাকঃ। য়ো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ (যজু: ৩২/৬)
অনুবাদ:যে পরমাত্মা তীক্ষ্ণস্বভাব সূর্যাদি এবং ভূমি ধারণ করেছেন, যে জগদীশ্বর সুখ ধারণ করেছেন, যিনি আকাশে সব লোক লোকান্তরকে বিশেষ মানযুক্ত অর্থাৎ যেমন: আকাশে পাখি উড়তে থাকে, সেইভাবে

নির্মাণ করেছেন ও ভ্রমণ করাচ্ছেন; আমরা সকলে সেই সুখদায়ক পরমব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য সর্বশক্তি দ্বারা বিশেষভাবে ভক্তি করি।

ওওম্ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। য়ৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৬ (ঋ: ১০/১২১/১০)
অনুবাদ: হে সকল প্রজার স্বামী পরমাত্মা! আপনি ভিন্ন অন্য কেউ এই সকল উৎপন্ন জগতের নির্মাতা এবং ব্যাপক নয়। সেই আপনার ভক্ত আমরা, চৈতন্যস্বরূপ আমাদেরকে অন্য কেউ তিরস্কার করে না, অর্থাৎ আপনি সকলের ঊর্ধ্বে। যে যে পদার্থের কামনা করে আমরা ভক্তি করি, আপনার আশ্রয় গ্রহণ করি ও বাঞ্ছা করি, সেই কামনা আমাদের সিদ্ধ হোক, যেন আমরা ধনৈশ্বর্যের স্বামী হই।

ওওম্ স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভূবনানি বিশ্বা। য়ত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত ॥ ৭ (যজু: ৩২/১০)
অনুবাদ: হে মানবগণ! সেই পরমাত্মা আমাদের সকলের বন্ধু, সকল জগতের উৎপাদক। তিনি সকল কামনার পূরণকারী, সম্পূর্ণ লোক-লোকান্তর নাম, স্থান ও জন্মকে জানেন এবং যে সাংসারিক সুখ-দুঃখহীন, নিত্যানন্দময় মোক্ষস্বরূপের ধারণকর্তা পরমাত্মাতে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে বিদ্বান ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের গুরু, আচার্য, রাজা ও ন্যায়াধীশ। আমরা সকলে মিলে তাঁরই ভক্তি করব।

ওওম্ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। য়ুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ৮ (যজু: ৪০/১৬)
অনুবাদ: হে স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ! সর্বজগৎ প্রকাশক, সর্বসুখদাতা পরমেশ্বর! যেহেতু আপনি সম্পূর্ণ বিদ্যাযুক্ত, কৃপা করে আমাদেরকে বিশেষ জ্ঞান বা রাজ্যের ঐশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য সুন্দর ও ধার্মিক আপ্ত (মুক্তাত্মা) পুরুষদের পথে সম্পূর্ণভাবে তত্ত্বজ্ঞান ও উত্তম কর্ম প্রাপ্ত করান এবং আমাদের নিকট হতে কুটিল পাপরূপ কর্মকে দূর করে দিন। এজন্য আমরা আপনার বহুবিধ স্তুতিরূপ বিনম্র প্রশংসা সর্বদাই করতে থাকব এবং সর্বদা আনন্দে থাকব।

প্রস্তুতকরণ: আশীষ আর্য (Whatsapp 8509884119)

www.facebook.com/SatyaSanatanVaidicDharma